DALIT দলিত 1998
DALIT

স্বীকৃতি

প্রকাশনায়:
রাইটস্ অব দলিতস্ (RiD)

স্বীকৃতি

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০২৪

তথ্য ও ছবি সংগ্রহে

মোসা: আনজুমান আরা, প্রকল্প কর্মকর্তা, কেশবপুর, যশোর
পান্নালাল জমাদার, প্রকল্প কর্মকর্তা, নড়াইল সদর, নড়াইল
এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহায়কগণ

সম্পাদনা

মহিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক (MIS), দলিত

প্রকাশক

স্বপন কুমার দাস
নির্বাহী পরিচালক, দলিত
৩৭/১, কেদারনাথ সড়ক, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট-৯২০৩, দৌলতপুর, খুলনা
টেলিফোন: ০২৪-৭৭৭৩৩২৪১
ইমেইল: **dalitkhulna@gmail.com**
ওয়েবসাইট: **www.dalitbd.org**

* স্বীকৃতি *

মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কিত

প্রকল্প সাময়িকী

(প্রকল্প কার্যক্রম এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য-চিত্র)

প্রকল্প এলাকা: কেশবপুর, যশোর এবং নড়াইল সদর, নড়াইল

অর্থায়নে:

ISLAMIC RELIEF

Islamic Relief, Sweden

বাস্তবায়নে:

DALIT দলিত 1998

DALIT

ভূমিকাঃ

রাইটস্ অব দলিতস্ (RiD) প্রকল্পটির মাধ্যমে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন এবং নড়াইল জেলার সদর উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে বসবাসরত দলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যুবক-যুবতীদেরকে অধিকার সচেতন করে গড়ে তোলা, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, সামাজিক ও জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ হ্রাস, কমিউনিটি ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শিক্ষা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর রুপকল্প ২০৪১ এর অনুচ্ছেদ ৪.৬ এ উদ্ধৃত "কাউকে পেছনে ফেলে নয়" সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নে সহায়তা করতে এই প্রকল্পটি লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীকে অধিকার সংবেদনশীল করে তুলবে এবং তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীতে অন্তর্ভুক্তকরণে সহায়তা করবে। কারণ এটা প্রমাণিত যে, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষদের দারিদ্রের জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী এবং সাধারণত তারা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এসডিজি'র মূল নীতি স্পষ্টভাবে এটাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রান্তিক জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করে তাদের জীবনকে এগিয়ে নিতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধ জাতি অর্জনের স্বপ্নকে বাস্তবে রুপদান অধরা থেকে যাবে।

এজন্য এই প্রকল্পটি দলিত সম্প্রদায়ের জনগণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা তৈরী করছে, দলিত অধিকারের মুখপাত্র এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার/ ভুক্তভোগীদের অধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে। এই সম্মিলিত পদক্ষেপ বাংলাদেশে বৈষম্য হ্রাস, বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, সেফটিনেট পলিসি এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায় উন্নয়ন নীতির জন্য বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিধানগুলির কার্যকারিতায় অবদান রাখবে। নীতি কাঠামোর এই পরিবর্তনগুলি দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতির টেকসই উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করবে।

এক নজরে RiD প্রকল্প

কর্মএলাকা	যশোর জেলা: কেশবপুর, মঙ্গলকোট, সাগরদাঁড়ি এবং মজিদপুর ইউনিয়ন এবং কেশবপুর পৌরসভা
	নড়াইল জেলা: নড়াইল সদর, মাইজপাড়া, শেখহাটি, ভদ্রবিলা এবং চন্ডিবরপুর ইউনিয়ন
উপকারভোগী	প্রত্যক্ষ: ১৯২৮ জন (নারী ১১৫৭ এবং পুরুষ ৭৭১)
প্রকল্প মেয়াদ	১ম পর্যায়: জুলাই ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪
	২য় পর্যায়: জানুয়ারী ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫
দাতা সংস্থা	Islamic Relief, Sweden
প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	(১) সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য যুবগোষ্ঠী ও বৃহত্তর দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ্যাডভোকেসি ও সংহতি ক্ষমতা শক্তিশালী করা (২) লক্ষ্যিত দলিত সম্প্রদায়ের মাঝে তাদের মৌলিক অধিকার, জেন্ডার সম্পর্কিত সমস্যা এবং অন্যান্য নিয়ম/ রীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা (৩) সরকারি পরিষেবাগুলোতে দলিত জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা এবং নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা

প্রকল্পে বিদ্যমান কার্যক্রমসমূহ:

১. অধিকার কর্মী, যুব ফোরামের সদস্য/ স্টেকহোল্ডারদের জন্য এ্যাডভোকেসি/ নেটওয়ার্কিং, মানবাধিকার, নেতৃত্ব উন্নয়ন সম্পর্কিত সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ;

২. কর্মী দক্ষতা উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন এবং প্রশিক্ষণ (সংস্থার নীতি, আচরণবিধি, সুরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মৌলিক মানবাধিকার, এ্যাডভোকেসি, জেন্ডার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, এ্যাডভোকেসি সংক্রান্ত টিওটি, মোবিলাইজেশন, আরটিআই, সামাজিক জবাবদিহিতা);

৩. যুব/ডিসিজি নেতাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা, গণশুনানি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ;

৪. দলিত যুবকদের জন্য সামাজিক মূল্যবোধ, জেন্ডার সমতা, বয়ঃসন্ধিকাল, বাল্যবিবাহ রোধ বিষয়ক জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ;

৫. সামাজিক প্ল্যাটফর্মের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরী সংক্রান্ত কর্মশালা;

৬. কমিউনিটি এবং সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে ইন্টারফেস সংলাপ সভা;

৭. বিভাগীয় দলিত যুব প্ল্যাটফর্ম গঠন/ রিফ্রেসার কর্মশালা;

৮. দলিত যুব প্ল্যাটফর্ম গঠনের জন্য জেলা পর্যায়ে কর্মশালা ও জেলা সমন্বয় সভা;

৯. দিবস উদযাপন (আন্তর্জাতিক বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস/ বিশ্ব মর্যাদা দিবস, মানবাধিকার দিবস);

১০. প্রকল্প অবহিতকরণ সভা;

১১. দলিত যুব প্ল্যাটফর্ম গঠনের জন্য উপজেলা ও ইউনিয়ন স্তরে পরামর্শ এবং সংহতি সভা;

১২. দলিতদের অধিকার এবং উন্নয়ন উদ্যোগের জন্য সভা, বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ;

১৩. দলিত অধিকার সম্পর্কে সম্ভাব্য যুব ও সাংবাদিকদেরকে সংবেদনশীল করতে এবং সংবাদপত্র/মিডিয়ার প্রতিবেদক তৈরী সংক্রান্ত কর্মশালা;

১৪. দলিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া হ্রাসের লক্ষ্যে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা;

১৫. জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার প্রতিবাদে "সিক্সটিন ডেজ" পালন ও ক্যাম্পেইন করা;

১৬. কমিউনিটি পর্যায়ে ডিসিজি/ অধিকার ধারকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে ইস্যুভিত্তিক উঠান বৈঠক পরিচালনা করা;

১৭. ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে গণশুনানি (উন্নয়ন উদ্যোগ এবং সহায়তায় দলিতদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং কমিউনিটি ও পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সামাজিক জবাবদিহিতা সংক্রান্ত);

১৮. যুব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ বিল্ডিং সভা;

১৯. এক্সপোজার ভিজিট;

২০. যুব ফোরাম কর্তৃক কমিউনিটি পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি;

সম্পাদিত কার্যাবলী (চিত্রভিত্তিক):

	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (যুব ফোরামের সদস্য/ স্টেকহোল্ডারদের জন্য এ্যাডভোকেসি/ নেটওয়ার্কিং, মানবাধিকার, সংহতি, নেতৃত্ব সম্পর্কিত)
	লিংকেজ বিল্ডিং সভা (বিভিন্ন পরিসেবায় দলিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক)
	ইউনিয়ন পর্যায়ে গণশুনানী (ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সাথে)

	বিভাগীয় দলিত যুব প্ল্যাটফর্ম গঠন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
	দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য হেলথ্ ক্যাম্প
	দলিত ও প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাসের লক্ষ্যে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা এবং শিক্ষা উপকরণ প্রদানের জন্য বার্ষিক সমাবেশ

বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রভাবসমূহ:

১. নড়াইল জেলা Technical Training Centre এর সাথে লিংকেজ বিল্ডিং সভা করার ফলে বর্তমানে চারজন নারী সদস্য TTC তে অক্টোবর-ডিসেম্বর (২০২৪) সেশনে দর্জি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এছাড়া লোহাগড়া উপজেলার জীবন বিশ্বাস TTC থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে সৌদী আরবে কর্মরত আছেন।

২. TTC এর সাথে গণশুনানী এর মাধ্যমে নড়াইল জেলার শেখহাটি ইউনিয়নের আফরা গ্রামের মধু বিশ্বাস ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে। যেটা জানুয়ারী- মার্চ, ২০২৫ সেশনে শুরু হবে।

৩. নড়াইল জেলার মাইজপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সাথে গণশুনানী এর মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ চারটি ভিজিডি কার্ডের বরাদ্দ পাওয়া গেছে, যার মাধ্যমে মাইজপাড়া ও উড়ান্য ঋষিপাড়ার চারজন দরিদ্র ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন।

৪. নড়াইল জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে লিংকেজ বিল্ডিং সভা করার ফলে মাইজপাড়া এবং শেখহাটি ইউনিয়নে দুইটি সাবমার্সিবল টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৫. সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের কারণে সমাজসেবা অফিসারের পরামর্শে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ৪৮ জন ব্যক্তি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পেরেছে। এর মধ্যে ৪১ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা সহায়তা এবং ৭ জন ব্যক্তি বয়স্ক ভাতার জন্য আবেদন করেছেন।

৬. জাতীয় জরুরী সেবা/ হটলাইন এর ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উঠান বৈঠকের ফলশ্রুতিতে আউড়িয়া ইউনিয়নের দলিত যুব ফোরাম সদস্যবৃন্দ ৯৯৯ এ ফোন করে একটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

৭. গণশুনানী এর ফলশ্রুতিতে কেশবপুর উপজেলার ৫ নং মঙ্গলকোট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বড় পাথরা এবং পাঁচপোতা গ্রামের দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে উপার্জনক্ষম করার জন্য দুটি রিকশা-ভ্যান প্রদান করেছেন।

৮. জেলা পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি করার ফলে যশোর জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ১১ জন দলিত ও প্রান্তিক ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করেছে।

৯. কেশবপুর উপজেলার পরিবার কল্যাণ সহকারীর সাথে গণশুনানীর ফলশ্রুতিতে তিনি দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরকে বিনামূল্যে ঔষধ ও স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১০. এছাড়া কেশবপুর উপজেলার যুব উন্নয়ন অফিস, প্রাণিসম্পদ অফিস, তথ্যসেবা অফিস দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সরকারি ভাতা, বাল্যবিবাহ বন্ধে সহায়তা এবং উপার্জনমুখী কার্যক্রমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রচেষ্টা ও সফলতার গল্প

ত্রাণ পেল ৩৪ টি পরিবার

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের অতি বৃষ্টিতে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ডুবে যায় কেশবপুর উপজেলার ২২৮ টি পরিবারের ঘরবাড়ি। প্রায় ৭০টি পরিবার প্রধান সড়কে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে। বন্যার

স্থায়ীত্ব দীর্ঘ হওয়ায় পরিবারগুলোতে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে দলিত পরিচালিত 'রাইটস্ অব দলিত'স' প্রকল্পের উদ্যোগে ০২/১০/২০২৪ তারিখে কেশবপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের হলরুমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর সঙ্গে ৫ নং ইউনিয়ন পরিষদ এর আওতায় বড় পাথরা ও পাঁচপোতা গ্রামের সদস্যদের নিয়ে কেশবপুরের এর বন্যা পরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি রাইট'স ক্লেইম প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়। উক্ত প্রোগ্রাম এ সকল সদস্যবৃন্দ তাদের এলাকায় অতি বৃষ্টির ফলে গ্রামের সকল জনগন যে সকল সমস্যায় ভূগছে সেই সমস্যা সমূহ তুলে ধরেন। তারা পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ, সর্দি কাশি, জ্বর ইত্যাদি বিভিন্ন রোগব্যাধির কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি মানুষের খাদ্যের অভাব, কর্মসংস্থানের সমস্যা, সুপেয় পানির অভাব এর কথাও তুলে ধরেন এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর কাছে বন্যা পরিস্থিতিতে এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের দাবি তুলে ধরেন। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরও এই পরিস্থিতিতে তাদের পাশে থাকার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন।

যার ফলশ্রুতিতে একই দিনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী বড় পাথরা ও পাঁচপোতা গ্রামের বন্যার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে যায় এবং ৩৪ টি পানি বন্দী পরিবারের তালিকা সংগ্রহ করে। তালিকা অনুসারে ৫ নং মঙ্গলকোট ইউনিয়নের সচিব এর মাধ্যমে উক্ত পরিবারগুলোর মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল পরিবার প্রতি,

চিড়া= ৫০০ গ্রাম, ডাল= ৫০০ গ্রাম, সয়াবিন তেল= ৫০০ মি.লি., লবণ= ৫০০ গ্রাম, মুড়ি= ২৫০ গ্রাম

সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবারগুলো দলিত পরিচালিত 'রাইটস্ অব দলিত'স' প্রকল্প এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

সরকারি সহায়তায় চলছে পার্থ দাসের লেখাপড়া

দলিত এর এ্যাডভোকেসির ফলশ্রুতিতে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ৫ নং মঙ্গলকোট ইউনিয়নের পাঁচপোতা গ্রামের পার্থ দাসের লেখাপড়া চলছে সরকারি সহায়তায়। পার্থ দাসের পিতার নাম লক্ষ্মণ দাস, মাতা পূর্নিমা দাস। পার্থ দাসের আরও দুই জন বড় বোন আছে। তার পরিবারের মোট লোকসংখ্যা সাতজন। তার পিতা লক্ষ্মণ দাস একজন দিনমজুর, তিনি তার পরিবারের তিন সন্তানের লেখাপড়া চালানো তারপক্ষে কোনভাবে সম্ভব হচ্ছিল না। লক্ষ্মণ দাসের বড় মেয়ে এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী, মেজো মেয়ে অষ্টম শ্রেনীতে ও পার্থ দাস চতুর্থ শ্রেনীতে পড়ে। পার্থ দাসের মা পূর্নিমা দাস দলিত পরিচালিত 'রাইটস অব দলিতস' প্রল্পের পাঁচপোতা গ্রামের গোলাপ দলের সভাপতি। তিনি কেশবপুর উপজেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তরে 'রাইটস অব দলিতস' প্রকল্পের আয়োজনে লিংকেজ বিল্ডিং মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন। সেই মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব মুহাঃ আলমগীর হোসেন। উক্ত সভায় তিনি তার বক্তৃতায় সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, দলিত শিক্ষা উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য তার কার্যালয় বরাবর আবেদন পত্র জমা দিতে এবং তিনি সকলকে বলেন বরাদ্দ অনুযায়ী তিনি ছাত্র ছাত্রীদের দলিত শিক্ষা উপবৃত্তি কার্ড করে দিবেন। উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী পার্থ দাসের মা পূর্নিমা দাস উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরে তার ছেলের দলিত শিক্ষা উপবৃত্তি কার্ড করার জন্য আবেদন পত্র জমা দেন। কিছুদিন পর উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ফোনের মাধ্যমে জানতে পারেন তার ছেলের দলিত শিক্ষা উপবৃত্তি কার্ড হয়েছে। পার্থ দাস দলিত শিক্ষা উপবৃত্তি হিসেবে সর্বপ্রথম ২,১০০ টাকা পায় এবং আগামীতেও পাবেন। এখন লক্ষ্মণ দাস ও পূর্নিমা দাস তার সন্তানদের ভালোভাবে লেখাপড়া করাতে পারছেন। পার্থ দাস দলিত শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে এখন ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারছে এবং সে অনেক খুশি। পূর্নিমা দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে 'রাইটস অব দলিতস' প্রকল্প এবং দলিত সংস্থা'র প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্বপ্ন পূরণের পথে জীবন বিশ্বাস

জীবন বিশ্বাস; পিতা: কাজল বিশ্বাস; পেশায় একজন ভ্যান চালক; মাতা: শিল্পী রাণী; পেশায় গৃহিনী। জীবন বিশ্বাস দলিত পরিবারের সন্তান, যে লেখাপড়ার পাশাপাশি সংসারের আর্থিক সহযোগিতার জন্য মাঝে মধ্যে অন্যের দোকানে কাজ করত, কখনও অন্যের জমিতে কাজ করে নিজের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করত আর সংসারের জন্য কিছু সহায়তা করত। অভাবের সংসারেও অনেক স্বপ্ন ছিল জীবন বিশ্বাসের কিন্তু পূরণ করার চেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হয়েছে। বাবা-মা ও তিন ভাইয়ের সংসারে জীবন মেঝো; বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা সংসারে, ছোট ভাই এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু কলেজে ভর্তি হতে পারেনি অর্থের অভাবে। ছোট ভাইয়ের নাম সুমন বিশ্বাস, যিনি লোহাগড়া উপজেলার দলিত যুব ফোরামের সক্রিয় সহ-সভাপতি।

বিন্দু বিন্দু জলের সমাহারে যেমন সমুদ্র আর মহাসমুদ্রের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমেও একদিন সাফল্যের দাঁড়প্রান্তে পৌঁছানো যায়, আর সেই সাফল্যকে আয়ত্ত করতে অবশ্যই প্রয়োজন কঠোর অধ্যবসায়। কিন্তু কয়জনই বা এই চেষ্টায় সাফল্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু এর অনন্য উদাহরণ জীবন বিশ্বাস। লোহাগড়া উপজেলায় দলিত যুব ফোরাম মোবিলাইজেশন সভা থেকে সে জানতে পারে, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার/কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্তমানে স্বল্প খরচে দক্ষ কর্মী বিদেশ পাঠানো হয়, যে বিষয়টি দলিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই জানত না।

সমাজে একটি প্রবাদ আছে যে,"চুন খেয়ে মুখ পুড়ে গেলে দই দেখলেও ভয় লাগে।" অর্থাৎ বিদেশ যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অনেকের কষ্টের টাকাও আত্বসাৎ করার একটি চক্র থাকে যার ভয়ে অনেকেই ভয় পায় বিদেশ যেতে। বিদেশ যাওয়া তো আর সহজ কথা নয়। ভাই সুমন বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় জীবন বিশ্বাস নড়াইল সদর উপজেলায় পরিচালিত হওয়া রাইটস অব দলিত'স প্রকল্পের মোবিলাইজার বাসুদেব দাসের সাথে কথা বলে এবং সরাসরি টিটিসি, নড়াইলে গিয়ে বিদেশে যাওয়ার কথা বলেন এবং বিদেশে যাওয়ার সকল প্রক্রিয়া টিটিসি নড়াইলের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। জীবন বিশ্বাস গত ১০ সেপ্টেম্বর হতে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মোট তিন দিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছিল। এরপর অক্টোবর মাসের ২৩ তারিখে সে একটি ভবন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারলেস অপারেটর পদে নিয়োগ পেয়ে সৌদী আরব গমন করে। এবার জীবন বিশ্বাস তার স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবে, পারবে পরিবারের সকলের খেয়াল রাখতে।

স্বপ্ন তো সবাই দেখে কিন্তু পূরণ করার ক্ষেত্রে অনেক বাধা আর বিপত্তি দেখা দেয়। আর সেই বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ওঠার পরেই কাঙ্খিত সাফল্য আসে। জীবন বিশ্বাসের এই পথ চলার সঙ্গী ছিল অদম্য আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছা শক্তি

আর দলিত সংস্থার কার্যকরী ভূমিকা। সর্বোপরি জীবন বিশ্বাস ও তার পরিবার দলিত সংস্থা এবং রাইটস অব দলিত'স প্রকল্পকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তার এই পথ চলায় সহায়তা করার জন্য।

প্রতিবন্ধীতা'কে জয় করেছে লাখি বিশ্বাস

মনে পড়ে যায় সেই ছোট বেলার একটি কবিতা 'আমি হব' যা লিখেছেন কুসুম-কুমারী দাস, তিনি কবিতার ভাষায় বলেছেন, আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে। অর্থাৎ আমাদেরকে সকল ধরণের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন কবি। এমনই একজন পরিশ্রমী নারী লাখি বিশ্বাস। একদিকে সে বাক প্রতিবন্ধী আর অন্যদিকে বৈষম্য ভরা সমাজে লাখি বিশ্বাস যেন সকল বাধা অতিক্রম করে নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখেন। মাঝে মাঝে শুনতে হয় প্রতিবন্ধকতার কথা কিন্তু তবুও হাল ছাড়ার পাত্রী নন তিনি।

ইসলামিক রিলিফ সুইডেনের আর্থিক সহযোগিতায় নড়াইল জেলায় দলিত সংস্থা রাইটস অব দলিত'স প্রকল্পের মাধ্যমে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আসেন লাখি বিশ্বাস, কিন্তু এই প্রশিক্ষণে আসার পূর্ব পর্যন্তও তাকে শুনতে হয়েছে অনেক কথা, কারণ সে বাক-প্রতিবন্ধী। কিন্তু দেখা গেল বাক-প্রতিবন্ধকতা তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। প্রশিক্ষণের প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি প্রশ্ন আর প্রতিটি কথা তিনি মনোযোগ আর আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন।

লাখি বিশ্বাসের একাগ্রতা দেখে দলিত সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব স্বপন কুমার দাস বলেছেন, একজন প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও লাখি বিশ্বাসের যে মনোবল তার থেকে আমাদের সকলের শিক্ষা গ্রহণ কতরা উচিত। তিনি যেমন সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করেছেন আমরাও ঠিক তেমনি সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য একত্রিতভাবে কাজ করে যাব।

লাখি বিশ্বাস কথা বলতে না পারলেও ইশারা ভাষায় এবং লেখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণলব্ধ বিভিন্ন পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা এলাকার নারীদেরকে দিতে পারছে। সমাজে তার মতামতের গুরুত্ব এখন অন্যদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও প্রচেষ্টায় সফল মেঘলা বিশ্বাস

অদম্য ইচ্ছা শক্তি আর মনোবল নিয়ে সাফল্যের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে শেখহাটি ইউনিয়নের আফরা ঋষিপাড়ার হতদরিদ্র দলিত পরিবারের ভ্যান চালক বাবা অসীম বিশ্বাস ও গৃহিনী রেখা বিশ্বাস এর একমাত্র কন্যা মেঘলা রানী বিশ্বাস।

মেঘলা রানী বিশ্বাস এক ভাই এক বোন, তিনি যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার সিঙ্গিয়া আদর্শ ডিগ্রী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী, মেঘলা জন্মগতভাবে শারিরীক প্রতিবন্ধী, একদিকে পরিবারের দারিদ্রতার ছাপ আর অন্য দিকে শারিরীক প্রতিবন্ধকতা। জন্মগতভাবে পায়ের গোড়ালীর সমস্যার কারণে সাধারণ মানুষের থেকে চলাফেরা ও জীবন-যাপনের ভিন্নতা থাকলেও তাঁর অদম্য ইচ্ছা শক্তি আর মনোবলের কাছে হার মেনেছে তার শারিরীক প্রতিবন্ধকতা।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এবং বাজারের দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির ফলে দেখা যায় অনেক পরিবারের ক্ষেত্রে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালানো সম্ভব হয়ে উঠছে না কিন্তু মেঘলা তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিবারের সাহায্যে শত বাধা উপেক্ষা করে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু পারিবারিক সমস্যা কিংবা শারিরীক প্রতিবন্ধকতাই নয়, একদিকে তার বাড়ি থেকে তার কলেজ প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, শারিরীক সমস্যার কারণে তার যাতায়াতের সমস্যা হয়। আর অন্যদিকে সমস্যা হলো তাদের গ্রামে প্রবেশ পথ পাকা রাস্তা থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার গ্রামের মধ্যে আর রাস্তাটি হল মাটির রাস্তা, বৃষ্টির দিনে তাদের পাড়ার সকলের চলাচলের সমস্যা দেখা দেয়। স্কুল পড়ুয়া সকল ছাত্র-ছাত্রী ও ঐ এলাকার সকলের চলাচলে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বাল্য বিবাহকে না বলা হয়েছে, কিন্তু দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও বাল্য বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। মেঘলারানী বাল্য বিবাহ ও সমাজের এখনও প্রচলিত কুসংস্কারকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। তাঁর এই সাহসিকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা এবং দলিত জনগোষ্ঠীর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষনীয় হবে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে।

নড়াইলে দলিত সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত রাইটস অব দলিত'স প্রকল্পের সহযোগিতায় "শিক্ষা উপকরণ ও নগদ অর্থ অনুদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভায় মেঘলা রানী বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। নড়াইলের দলিত জনগোষ্ঠির মোট ১১৬ জন (নারী-৫৭ জন ও পুরুষ-৫৯ জন) শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮০ জনকে শিক্ষা উপকরণ এবং ৩৬ জন শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে নগদ এক হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয় যার তালিকার মধ্যে মেঘলা রানী বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়

স্মৃতি: – মা, ও মা, আমি স্কুলে যাচ্ছি;

মা: – আচ্ছা যা মা, দেখে শুনে যাস।

স্মৃতি স্কুলে চলে যায়, যাওয়ার পথে প্রায়ই কিছু ছেলে তাকে বিরক্ত করে। এ কথা সে বাড়িতেও জানিয়েছিল, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। দোষটা মেয়ের দিকে বেশি থাকে বলে মনে করে তার বাবা-মা। স্মৃতি স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে একদল লোক তার বাড়িতে,

স্মৃতি: – মাকে জিজ্ঞাসা কর বলে মা মা এরা কারা?

মা: – তোকে আজ দেখতে এসেছে, তোর যে বিয়ে হবে ।

লেখিকা: শিমলা দাস, যুব ফোরাম এর সদস্য

বিয়ের কথা শুনে স্মৃতির চোখটি জলে ভরে উঠে। স্মৃতির বয়স ১৫ বছর। বিয়ের পর অনেক যাতনা দু:খ-কষ্ট ভোগ করতে হয় এসব কথা শুনেছে সে, তার পাড়ার দিদি, বউদিদিদের কাছে। এসব কথা মনে পড়ে তার। মাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে সে, বাড়ির সকলকে বললে কোন লাভ হয় না। সবার একই কথা, মেয়ে বড় হয়েছে মেয়ে বিয়ে দিতে হবে, নাহলে পরবর্তীতে বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে, আরো কতো কি। আগামীকাল রাতে তার বিয়ে হয়ে যাবে। রাতেই বউ করে তাকে নিয়ে যাবে। যখন স্মৃতি বুঝতে পারলো সবাইকে বলেও কোন লাভ হবে না তখন সে আইনী সহায়তা নেবে বলে মনে করলো। স্মৃতি দলিত সংস্থার রাইট'স অব দলিত'স প্রকল্পের উঠান বৈঠক ও অন্যান্য সেশন থেকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কৌশল ও করণীয় সম্পর্কে জেনেছিল। তাই সে গোপনে তার বাবার ফোন থেকে থানায় ফোন দিয়ে বিষয়টা জানালো, স্মৃতির মনে তখন ভয় ছিল, তার শেষ রক্ষাটা হবে তো? অবশেষে তার ভয়ের সময়টা কাটলো। পুলিশ তাদের বাড়িতে এল, বিয়ে ফেলে সব পালাল এবং স্মৃতির জীবন রক্ষা পেলো। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, প্রতিটা মেয়ে যদি নিজের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে থাকতে পারে তবে তার মধ্যেও স্মৃতির মতো আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে।

আর নয় শিশু নির্যাতন

বাংলাদেশ সরকার এর জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ অনুযায়ী যে ছেলে বা মেয়ের বয়স ১৫ বছরের নিচে, তাদেরকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। কখনও কখনও অনাগত সন্তান অর্থাৎ যে সন্তান এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি বা মায়ের গর্ভে অবস্থান করছে, সে ও শিশু হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে সম্প্রতি শিশু নির্যাতনের মাত্রা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বিবেকবান মানুষ মাত্রই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে দূশ্চিন্তায় ভূগছে। শিশুর শরীরে আঘাত করা থেকে শুরু করে, শিশু অপহরণ, শিশু হত্যা, কন্যা শিশু ধর্ষন, লাঞ্চিত করা, কন্যা শিশুর আত্মহত্যা, শিশুর ওপর অনৈতিক শোষন ইত্যাদি আমাদের দেশে মারাত্মক রুপ নিয়েছে। শিশু নির্যাতন, শিশু হত্যাসহ যেসব মর্মান্তিক ঘটনাবলি সমাজে বিস্তার লাভ করছে, সেগুলোর কারণ উদঘাটন করে তা দূর করার শক্তিকেই আমাদের উৎসাহিত করতে হবে। শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আমাদের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে তা বন্ধ করা বড় কঠিন হয়ে পড়বে। তাই শিশু নির্যাতনের বিপক্ষে সুদৃঢ় ও সাহসী প্রচারণা প্রয়োজন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ গ্রুপ তৈরী করে সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও স্থানীয় নেতৃত্বকে এতে অন্তর্ভুক্ত করে সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

লেখিকা: সাধনা দাস, গ্রাম: প্রতাপপুর
দলের নাম: গন্ধরাজ

সবাই চায় আনন্দময় শৈশব ও বিকশিত জীবন। এই সমাজকে শিশু নির্যাতন মুক্ত নতুন সমাজ নির্মাণ করতে আসুন সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করি:

"চলে যাবো- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ

প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি-

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গিকার।"

মা

দু:খ কষ্ট আড়াল করে
নিত্য হাসেন যিনি,
সুখ মমতা মায়া ভরা
আমার মা তিনি।
বাড়ি ফিরে দেখি যখন
আমার মায়ের মুখ,
সত্যি বলছি দূর হয়ে যায়
ভেতরে জমা দুখ।
শত আবদার পূরনে মা
হয় না কভু ক্লান্ত,
মলিনতার ছাপ দেখি না
নিত্য দেখি শান্ত।
বেঁচে থাকলে এ মাকে ভাই
করো তুমি যতন,
হারিয়ে গেলে বুঝবা তখন
মা ছিল কি রতন।
মায়ের আদর মায়ের কদর
ভোলার মত নয়,
এই মাকে ভাই বাসলে ভালো
হবে না তার ক্ষয়।

সুষ্মিতা দাস (একাদশ শ্রেণি)

বাবা

বুকে জড়িয়ে কখনও বলা হয়নি
ভালোবাসি বাবা,
বাবা মাত্র দুটি অক্ষর
কিন্তু এর বিশালতা অনেক বড়।
বাবাকে নিয়ে স্ট্যাটাস লেখার কিছু নেই
বাবা নিজেই স্ট্যাটাসের ভান্ডার।
সব বাবাই তার সন্তানের
জীবনে বটবৃক্ষের মতো।
বাবা হীনা পৃথিবী আমার শূন্য,
তুমি পৃথিবীর সবার চেয়ে ভিন্ন।

মদন দাস (গ্রাম: আলতাপোল)

শিক্ষক

শিক্ষক মানে ভালোবাসা, শিক্ষক মানে প্রাণ,
শিক্ষক মানে পিতা সম, শিক্ষকতা মহান।
শিক্ষক মানে পথের দিশা, শিক্ষক মানে ভালো,
শিক্ষক মানে অন্ধকারে জ্বালবে মনে আলো।

সবিতা দাস (গ্রাম: মঙ্গলকোট)

মা

আমার মা লোকের বাসায় কাজ করে। কিন্তু আমার মা এখন অসুস্থ। তাই আমার মাকে কেউ কাজে ডাকে না। আমার একটা ছোট বোনও আছে। আমার বাবা বেঁচে নেই। তাহলে আমাদের খেতে দিবে কে? তাই আমি শহরে কাজের খোঁজে গিয়েছিলাম। একটা হোটেলে (রেস্টুরেন্টে) কাজও পেয়েছি। কাজ করে প্রতিদিন রাতে ঘরে ফিরতে হয়। এই যে ঘরটা দেখছেন এই ঘরেই আমরা থাকি। অনেক রাত হয়েছে তো, মা হয়তো ঘুমাচ্ছে। কিন্তু একবার ডাকলেই দরজা খুলে দেবে। মা-মাগো... তুমি এখনও ঘুমাওনি? আমার হাতে তো ভাত তরকারী। জানো মা আমি একটা হোটেলে কাজ পেয়েছি। হোটেলের মহাজন আমাকে একশত করে টাকা দিতে চেয়েছিল। যেই আমি কাস্টমারদের ফেলে যাওয়া ভাত তরকারী নিতে চেয়েছি, মহাজন আমাকে বললো যদি এইগুলো নাও তাহলে প্রতিদিন পঞ্চাশ টাকা করে পাবে। হিসাব করে দেখলাম তাতে আমাদের লাভ হবে। কাস্টমারদের নষ্ট করা ভাত তরকারী তাতে কি হয়েছে? ভাত গুলোতে আমাদের তিন জনের পেট ভরে যাবে। কতো দিন পেট ভরে ভাত খাইনি! আর পঞ্চাশ টাকায় তোমার ওষুধ কেনা, শিউলীর লেখাপড়া খরচ হয়ে যাবে। দেখো মা শিউলী লেখাপড়া করে বড় একটা চাকরী পাবে। মা তুমি কথা বলছো না কেন? আমার দিকে অবাক চোখে কি দেখছো? মা- মাগো তুমি কথা বলো। মাগো তুমি কথা বলো। শিউলী মা কথা বলছে না। মা- মাগো বাবার মতো তুমিও আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে? এখন আমাদের কি হবে? আমরা কার কাছে যাবো? আমরা কার কাছে থাকবো? আমরা কার কাছে থাকবো.................................

লেখিকা: অনামিকা হালদার,
গ্রাম: সাগরদাঁড়ি, যশোর

আমার লক্ষ্য

লক্ষ্য আমার অনেক বড়
সামর্থ্য যে ছোট,
তবুও আমার লাগে ভালো,
স্বপ্নগুলোয় জ্বালতে আলো।
জানিনা এ স্বপ্ন আদৌ কি হবে পূরণ?
এত বড় স্বপ্ন দেখতে মা করছে বারন।
কাউকে ভয় করি না আমি
সে হোক নামী-দামী।
যে যাই বলুক পিছে আর সম্মুখে,
পৌঁছাতেই হবেই আমার লক্ষ্যে।
স্বপ্ন আমার, লক্ষ্য আমার
কে-কী বলবে আবার।
যদি থাকে মনের জোর,
একদিন ঠিক খুলবে স্বপ্নের দোর।
যদি থাকে আত্নবিশ্বাস,
নিশ্চিন্তে নাও নি:শ্বাস।
আত্নবিশ্বাস আর ইচ্ছাশক্তি,
সাফল্যের চাবিকাঠি
সফল হওয়ার আটটি ধাপ,
১ম ধাপ করলে পার
পেয়ে যাবে জয়ের কাপ।

১ম: চিন্তা– ২য়: প্রস্তুতি
৩য়: চেষ্টা– ৪র্থ: সময়
৫ম: মেধা– ৬ষ্ঠ: পরিকল্পনা
৭ম: কাজ– ৮ম: সাফল্য

জীবন দাস

অধিকার

মানুষ সবাই সমান তবে কেন করে ভেদাভেদ।
কেউ পায়না দোকানের চায়ের কাপে
চা খাওয়ার অধিকার
কেউ পায়না একই জায়গায় বসার অধিকার।
কেউ পায়না সঠিক জায়গায় কথা বলার অধিকার,
নিচু বংশে জন্ম নিয়ে হারালাম অধিকার।
তবে আর নয় আর নয়, আমরাও কথা বলবো,
আমরাও অধিকার পাবো, সকলে সমান সমান।

সোনালী বিশ্বাস (গ্রাম: সাগরদাঁড়ি)

মানবতা

দিন যায় দিন আসে, সময়ের স্রোতে ভেসে।
কেউ কাঁদে কেউ হাসে, তাতে কি যায় আসে।
তবে যেন মানুষ
মানুষকে ভালোবাসে।

রিমা বিশ্বাস (গ্রাম: সাগরদাঁড়ি)

সরকারি সহায়তায় হল স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

আমি পার্বতী দাস, আমি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ৩ নং মজিদপুর ইউনিয়ন পরিষদের

লেখিকা: পার্বতী দাস,
গ্রাম: মজিদপুর, যশোর

৩ নং ওয়ার্ডের মজিদপুর দাস পাড়া গ্রামের একজন বাসিন্দা। আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন। গত জুলাই-আগস্ট মাসে কেশবপুরে অতি বৃষ্টির ফলে আমার ঘরবাড়ি সহ পায়খানা পানিতে তলিয়ে যায়, ফলে আমাদের অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে পয়:নিষ্কাশণ সমস্যা খুবই প্রকট আকার ধারণ করে আমার পরিবারে। এছাড়া আমাদের পায়খানার প্যান না থাকার কারণে মশা,মাছি ইত্যাদি পায়খানার ওপর উড়ে এসে খাবারের ওপর এসে পড়ে নানা ধরনের রোগব্যাধীর সৃষ্টি করে যেমন বমি, পাতলা পায়খানা ও পেটের পীড়া, চুলকানী ইত্যাদি। পরবর্তীতে আমি এবং আমাদের দলিত যুব গ্রুপ নেত্রী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তার সাথে দেখা করে আমার সমস্যার কথা জানাই। তিনি আমার কথা শোনেন এবং উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা আমাকে আশ্বস্ত করেন যে, বন্যাদূর্গত মজিতপুর সহ আরও কিছু ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরীর ব্যবস্থা করবেন। পরবর্তীতে উপজেলা জনস্বাস্থ্য দপ্তর এর সহযোগীতায় আমার বাড়ির উঁচু জায়গায় একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করতে পেরেছি। বর্তমানে আমি আমার পরিবার নিয়ে সুস্থ্য সুন্দর জীবন যাপন করছি।

নিজ প্রচেষ্টায় সফল সৌরভ দাস

আমি সৌরভ দাস, পিতা: উত্তম কুমার দাস। মাতা: বাসন্তী দাস। গ্রাম: বাজিতপুর, উপজেলা: কেশবপুর, জেলা: যশোর।

আমি দলিত সংস্থার রাইট'স অব দলিত'স প্রকল্পের কেশবপুর দলিত যুব ফোরাম এর একজন সদস্য। দলিত সংস্থার রাইট'স অব দলিত'স প্রকল্পের লিংকেজ মিটিং এ অংশগ্রহণ এর ফলে উপজেলার বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে আমি ধারণা লাভ করি এবং মিটিং থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি নিজেকে প্রস্তুত করি কিছু করার জন্য। পরবর্তীতে আমি সিদ্ধান্ত নেই আনসার ব্যাটেলিয়ান ট্রেনিং করার। যেহেতু আমি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে একটা পরিচিতি এবং যোগাযোগ লাভ করেছি সেই ধারাবাহিকতায় আমি উপজেলা আনসার অফিসে যোগাযোগ করি, তারপর পরবর্তী সময়ে আনসার ব্যাটেলিয়ান ট্রেনিং করার সুযোগ পাই। ট্রেনিং সমাপ্তির পর সরকারি বিভিন্ন কাজে যেমন ভোটের ডিউটি, পূজার ডিউটি ইত্যাদি কাজে আমি নিজেকে নিয়োজিত করে অর্থ উর্পাজন করতে পারছি। পাশাপাশি আমি আমার কমিউনিটির অনান্য যারা আনসার ব্যাটেলিয়ান ট্রেনিং করতে ইচ্ছুক তাদের আমি নিজে যোগাযোগ করে তাদেরকে আনসার ব্যাটেলিয়ান ট্রেনিং এর ব্যাবস্থা করে দিয়েছি।

আমি এবং আমার সহকর্মীগণ সকলে দলিত সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ দলিত সংস্থার রাইট'স অব দলিত'স প্রকল্প না থাকলে হয়তো উপজেলার বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে ধারনা হতো না এবং নিজেকে উপার্জনমুখী করতে পারতামনা। তাই দলিত সংস্থাকে আবারও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

শীত কাব্য

চুপি চুপি কোথা থেকে
এসে গেল শীত,
গুনগুন গায় পাখি
শীত সকালের গীত।
কৃষকেরা ধান কাটে
পায় খুঁজে সুখ,
পিঠাপুলি খাবে তাই
উজ্জ্বল মুখ।
রাখালেরা বাঁশি নিয়ে
সুর তুলে গায়,
চারিদিকে মাঠগুলো
ধানে ছেয়ে যায়।

সাগর দাস (গ্রাম: ধর্মপুর)

বৃষ্টির দিনে

গগণে গর্জে মেঘ, মনে হতাশা
এখনি নামবে বুঝি ঝুম বরষা।
নীরব প্রকৃতি সাজে ভেজা বাতাসে,
বিজলীর হাক-ডাক
গর্জে ওঠে আকাশে।
কৃষকেরা ব্যস্ত নিজ কাজেতে
জল নিয়ে গৃহবধূ যায় বাড়িতে।
পাখিকূল যতো সব ফিরে যায় নীড়ে,
বরষার আগমনে মোরা যাই ঘরে।

নমিতা হালদার (গ্রাম: সাগরদাঁড়ি)

মায়ের ঋণ

একদিন এক কিশোর ছেলে তার মায়ের কাছে গিয়ে একটা চিরকুট জমা দিল। মা তার ছেলের দেওয়া চিরকুটা পড়লেন। ছেলে লিখেছে,

লেখিকা: তৃপ্তি দাস,
গ্রাম: সুজাপুর, যশোর

- গাছে পানি দেওয়ার জন্য ২০ টাকা ।
- দোকান থেকে এটা ওটা কিনতে যাওয়া ১০ টাকা।
- ছোট ভাইকে কোলে রাখা ৭০ টাকা ।
- ডাস্টবিনে ময়লা ফেলা ২০ টাকা।
- পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা ১০০ টাকা।
- মশারী বাধা ৩০ টাকা।

  সর্বমোট ২৫০ টাকা দেবে।

মা বিলটা পড়ে মুচকি হাসলেন, তারপর তার কিশোর ছেলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তার চোখে পানি চলে আসছে। তিনি এক টুকরা কাগজ নিয়ে লিখতে লাগলেন।

- তোমাকে দশমাস পেটে ধারন– বিনা পয়সায়।
- তোমাকে দুগ্ধ পান করানো– বিনা পয়সায়।
- তোমার জন্য রাতের পর রাত জেগে থাকা – বিনা পয়সায়।
- তোমার অসুখ বিসুখে তোমার জন্য দোয়া করা, সেবা করা, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, নিজের চোখের পানি ফেলা – বিনা পয়সায়।
- তোমাকে গোসল করানো –বিনা পয়সায়।
- তোমাকে গল্প, গান, ছড়া শোনানো– বিনা পয়সায়।
- তোমার জন্য খেলনা, কাপড় চোপড় কেনা– বিনা পয়সায়।
- তোমার কাঁথা ধোওয়া, শুকানো, বদলে দেওয়া- বিনা পয়সায়।
- তোমাকে লেখাপড়া শেখানো – বিনা পয়সায়।
- এবং তোমাকে আমার থেকেও বেশী ভালোবাসা এটাও বিনা পয়সায়।

এবার ছেলেটি মায়ের লেখা চিরকুটের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর নিচে ছোট্র করে লিখে দিলো –

তার পক্ষে এই বিল পরিশোধ করা সম্ভব না।
পৃথিবীর কোন মানুষ নিজের জীবনের বিনিময়েও তার মা বাবার ঋণ পরিশোধ করতে পারে না।

জীবনের অপূর্ণ গল্প

লেখিকা: তৃপ্তি সরকার
গ্রাম: রায়েরমহল
খুলনা।

আমরা তিন ভাই বোন, দুই বোন এক ভাই, দিদির বিয়ে হয়েছে, আমার বাবা একজন কৃষক এবং মা গৃহিণী। আমি রায়েরমহল (অনার্স) মহাবিদ্যালয় হতে ২০২৪ সালে এইচ.এস.সি পাশ করে বর্তমানে (অনার্স) প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। আমি ছোটবেলা থেকে পড়াশোনা করে এসেছি। পড়াশোনার পাশাপাশি আমার একটা শখ ছিল, আমি সংগীত শিল্পী হবো, গান শিখবো, সুনাম অর্জন করবো কিন্তু সে শখ এবং স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল পূরণ হলো না। এর কারণ হিসেবে যদি বলি, আমার বাবার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, যার কারণে আমার বাবা আমার স্বপ্ন পূরন করতে পারেননি। মনকে বলেছি, **সব স্বপ্ন কি আর পূরণ হয়, কিছু স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়**। অবশ্য গান শিখতে না পারলেও আমি ছোট থেকেই ফোনে গান শুনে শুনে, গান চর্চা করি এবং গান গাওয়ার চেষ্টা করি। আমি ছোট বেলা থেকেই ভালো গান করি। প্রতিবেশি, সহপাঠি, বন্ধু-বান্ধব সবাই বলতো তুমি গান শিখতে তাহলে অনেক বড় শিল্পী হতে পারতে। কিন্তু কি আর করতাম, বাবার দিকে তাকিয়ে সব বাদ দিয়ে দিলাম। স্কুলে কোন অনুষ্ঠান হলে স্যার-ম্যাডাম আমাকে ডাকতেন গান করার জন্য। অবশ্য প্রতিবার আমিই প্রথম পুরস্কার পেতাম। স্কুলের সবাই আমাকে খুব ভালোবাসতো। তাই একটু শখ পুরনের জন্য কয়েকবার মঞ্চে গান পরিবেশনের মাধ্যমে সুনামও অর্জন করেছি। এভাবেই আমার ছোট ছোট ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু নিজেকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, যেগুলো পূরণ করতে পারি নাই।

আমি মন থেকে যেটা চাই সেটাই চাওয়ার আগে হারায়। বোধ হয় আমার জীবনটাই এমন। সব কিছুতে আমি ব্যর্থ। জীবনে অনেক কিছুই পাইনি। কোন কিছুতে সফল হতে পারিনি। জীবনের স্বপ্ন অনেক কিছু থাকে, কিন্তু সব কিছু আর লিখে প্রকাশ করা যায় না।

অবশ্য তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। আমার বাবাকে কষ্ট দিয়ে কোন কাজ করতে চাই না। কিছু করতে পারবো না, এটা ভাবলে তো চলবে না। আমি এবং আমার পরিবার সুখেই আছে সৃষ্টিকর্তার কৃপায়। আমার পরিবারকে খুব ভালবাসি। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থণা করি পৃথিবীর সকল বাবা-মাকে সবসময় ভালো রাখেন। এটাই ছিলো দারিদ্রতার কাছে হেরে যাওয়া আমার জীবনের অপূর্ণ গল্প।

দলিত'দের কথা

"জাতপাত, পেশাভিত্তিক বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দলিত সংস্থা রাইটস্ অব দলিত'স প্রকল্পের মাধ্যমে দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় দলিত সমাজের মানুষেরা সমাজের প্রচলিত সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে সচেতন নয়, এর মূল কারণ শিক্ষার অভাব, দলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা বিমূখতার অন্তরালের একমাত্র কারণ হল দারিদ্রতা। দারিদ্রতার কারণে আমাদের সমাজের পিতা-মাতা/অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের অল্প বয়সেই বিভিন্ন ধরণের শ্রম কাজে নিয়োজিত করছে তাদের থাকছে না একাডেমিক সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ, ফলে শিশুকালেই দলিত শিশুরা হারাচ্ছে তাদের অধিকার।

লেখিকা: ঈশিতা বিশ্বাস
সদস্য, জেলা দলিত যুব ফোরাম, নড়াইল

রাইটস্ অব দলিত'স প্রকল্পের আয়োজনে ২১ মার্চ ২০২৪ তারিখে নড়াইলে জেলা শহরে দিনব্যাপি আন্তর্জাতিক বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপিত হয়। যেখানে আমি সহ আমাদের মাইজপাড়া গ্রাম থেকে মোট পাঁচজন বিশেষ পোশাকে র‍্যালিকে প্রানবন্ত করতে এসেছিলাম। বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, মানববন্ধন, আলোচনাসভা এবং মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন হয়। নড়াইল সদর উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন হতে প্রায় ২০০ দলিত জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ এবং কিশোর-কিশোরীর সমাগম হয়েছিল। শোভাযাত্রায় শুধুমাত্র দলিত জনগোষ্ঠী নয়, সর্বস্তরের সন্মানীত অতিথিগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আলোচনা সভায় দলিত সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব স্বপন কুমার দাস বলেছিলেন, আফ্রিকান কালো জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কথা; "যারা তাদের চেহারার কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। সেখান থেকে তারা একত্রিত হয়েছিলেন এবং সমাজের বৈষম্যের বিরূদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলেন। একত্রিত প্রচেষ্টা আর একতার ফলেই সমাজ ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন আফ্রিকানরা। তিনি বলেন আজকে দলিত জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থার পরির্বতন করার জন্য আমাদের সকলের একত্রিত ও সচেতন হতে হবে।" আমরা সেদিন বুঝেছিলাম যে, রাইটস অব দলিত'স প্রকল্প আমাদের নড়াইলের দলিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন করতে এসেছে। আমরা আগে সরকারী বিভিন্ন ধরণের সেবা সম্পর্কে, সরকারী অফিস সম্পর্কে জানতাম না চিনতামনা, কিন্তু এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন অফিসে যেতে পারছি আমাদের অধিকারের কথা বলতে পারছি যা আমরা আগে কখনও জানতাম না এবং আমাদের ধারণাও ছিল না এই বিষয় গুলো সম্পর্কে। উঠান বৈঠক, লিংকেজ বিল্ডিং মিটিং সহ দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের মানসিক শক্তি ও নিজেদের মধ্যে একতা বোধ সৃষ্টি করতে পারছি, যা দলিত সমাজের উন্নয়নের জন্য বিশেষ সহায়ক হচ্ছে।

আমি ইসলামিক রিলিফ, সুইডেন ও দলিত সংস্থাকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাদেও মত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমাদেরকে নিয়ে কাজ করার জন্য। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই প্রকল্প কর্মীদের যারা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দলিত জনগোষ্ঠীর সাথে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালনা করছেন। দলিত সমাজের পক্ষ হতে শুভেচ্ছা।

দলিত সংস্থা পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে এই সংস্থার নামকরণ করা হয়েছে দলিত। দলিত শব্দের অর্থ দুর্দশাগ্রস্ত, নির্যাতিত, উপেক্ষিত, সুবিধাবঞ্চিত ইত্যাদি। চরম দারিদ্রতা, অবহেলা ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বসবাসরত দলিত জনগোষ্ঠী কষ্টকর জীবন যাপন করছে। প্রচলিত সামাজিক বৈষম্যের শিকার এই শ্রেণীর মানুষেরা ঋষি, বেহারা, মেথর, ডোম, কাওরা, হাজাম, শিকারী, নিকারী, বাঁজাদারসহ বিভিন্ন নামের পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। এই অমানবিক পেশা ও শোচনীয় অবস্থা থেকে অবহেলিত শ্রেণীর মানুষগুলির জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দলিত সমাজের পথিকৃত ভারতের ডঃ বাবা সাহেব আম্বেদকারের জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে খুলনা অঞ্চলের কতিপয় সচেতন, সাহসী ও অদম্য তরুনদের নেতৃত্বে ১৯৯৮ সালে দলিত তার যাত্রা শুরু করে।

দলিত সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র নিবন্ধন লাভ করে ১৯৯৯ সালে (নিবন্ধন নং: ১৩৭৪) এবং সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হয় ২০১০ সালে (নিবন্ধন নং: খুলনা/১৩৮৯/২০১০)।

দর্শন:

দলিত জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা; যাতে তারা শ্রেণী বৈষম্যহীন পরিবেশে, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সক্ষম হয়।

উদ্দেশ্য:

দলিত ও প্রান্তিক এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন, শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ, মৌলিক মানবাধিকার প্রাপ্তি ত্বরান্বিতকরণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং নিরাপদ পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার টেকসই এবং স্থায়ী উন্নয়ন সাধন।

লক্ষ্য:

দলিত সম্প্রদায়ের জনগণকে সমাজের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করা, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন।

প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- চাইল্ড প্রোটেকশন (শিক্ষা সহায়তা ও শিশু অধিকার);
- লোকাল রাইটস্ প্রোগ্রাম (প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও কিশোরী অধিকার কার্যক্রমসহ);
- স্বাস্থ্য সেবা (দলিত হাসপাতাল, গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম);
- আয়ুর্বেদিক ঔষধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ;
- উপার্জনমুখী সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
- নিরাপদ পানি ও পয়:নিস্কাশন কার্যক্রম;
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম;
- খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম;
- আইনগত সহায়তা

কর্মএলাকা ও উপকারভোগীর সংখ্যা:

খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার ১৭ টি থানা/উপজেলার ৮৯ টি ইউনিয়নের ৩১২ টি গ্রামের প্রায় ৪২,৬৯৩ টি পরিবার দলিত এর কার্যক্রমের সুবিধাভোগী।

একটি *দলিত* প্রকাশনা